NEW BLOWN

-An Int'l Standard School-

6th Week: Class-Four

Date	Day	Subject	Overview of Lesson
20-3-2021	Saturday	B.G.S	অধ্যায়-৩ এর যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন পৃ:১৬ থেকে। (শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত) C.W+H.W
		English-1	W/H Question: 1,2 (Pg-141) + Unit-3 (Pg-145)
		Bangla-1	পাঠ্য বই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ: নমুনা প্রশ্ন ৪নং এর ৩ ও ৪নং C.W । পৃ: ২৩১ (বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি)
21-3-2021	Sunday	B.G.S	অধ্যায়-৪ (নাগরিক অধিকার) রিডিং পৃ: (১৮-২০) পর্যন্ত এবং রিডিং অন্তর্ভূক্ত সং:প্র:উ: C.W
		English-1	W/H Question: Rules 3,5,6 Pg-142, 143, 144 (C.W)
		Bangla-1	বিরাম চিহ্নে ব্যবহার: পৃ: ৯৩ ও ৯৪ এর ৩,৪,৮ ও ৯নং C.W / H.W । বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি বই হতে।
22-3-2021	Monday	Math	অনুশীলনীর ২,৩নং C.W +৩নং H.W (পৃ: ৫৭)
		English-2	Paragraph: A Grocery Shop (Pg-203) (C.W + H.W)
		Bangla-2	রচনা: আমাদের দেশ (রাজধানী – উপসংহার) পড়া এবং C.W
23-3-2021	Tuesday	Math	অনুশীলনীর (৪-৭)নং C.W পৃ: ৫৭
		English-2	Application: Leave of Absence (C.W + H.W) Pg-189
		Bangla-2	রচনা: 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পৃ: ২০৪ (ভূমিকা–১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন) পড়া + H.W
24-2-2021	Wednesday	Math	পৃ: ৫৭ এর (৮-১০) C.W
		Science	২০ পৃ: ৪ এর বর্ণনামূলক প্র:উ: ৩নং C.W ও পূর্বের পড়া সমূহ
		Islam Reli.	খ) যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (১,২)নং পড়া + C.W (শীট যাবে)
		Hindu Reli	পৃ: ২০ (ঙ) নং প্র:উ: (১-৬)নং পড়া + H.W
25-3-2021	Thursday	Math	জ্যামিতি: শীট থেকে সমকোণ, সরলকোণ কাকে বলে? (চিত্রসহ) পড়া (শীট যাবে)
		Science	অধ্যায়-৩ এর (মাটি) এর (২১-২৪) পৃ: রিডিং পড়া ও রিডিং থেকে শূন্যস্থান ও সংক্ষিপ্ত প্র:উ: অনুশীলন।
		Islam Reli.	শীটের যোগ্যতাভিত্তিক প্র:উ: (৩,৪)নং পড়া।
		Hindu Reli	ধর্মগ্রন্থ পৃ: (২১-২৪) রিডিং, রিডিং থেকে সং:প্র:উ: পড়া।

বিষয়ঃ গণিত (জ্যামিতি) শ্রেণিঃ চতুর্থ

১। সমকোণ কাকে বলে? (চিত্র সহ)

সংজ্ঞা: যে কোণের পরিমাপ ৯০° তাকে সমকোণ বলে। চিত্রে অই সরলরেখার উপর CD একটি লম্ব। যার উভয় পাশে দুইটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে। ∠ADC ও ∠BDC এর 'ডিগ্রি' পরিমাপ সমান।

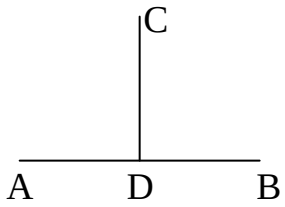

চিত্রে, ∠ADC = ∠BDC (প্রত্যেকে সমকোণ)

২। সরলকোণ কাকে বলে? (চিত্র সহ)

সংজ্ঞা: যে কোণের পরিমাপ দুই সমকোণ বা ১৮০° এর সমান তাকে সরলকোণ বলে। চিত্রে ∠ABC = ১৮০°

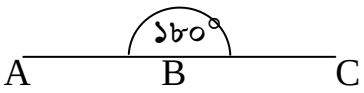

চিত্রে, ∠ABC একটি সরলকোণ।

৩। রেখা কাকে বলে? (চিত্রসহ)

সংজ্ঞা: দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই হচ্ছে রেখা। রেখার কোন প্রান্তবিন্দু নেই।

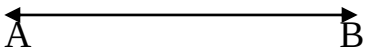

চিত্রে, AB একটি রেখা।

৪। রেখাংশ কাকে বলে? (চিত্রসহ)

সংজ্ঞা: দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই হচ্ছে রেখাংশ। রেখাংশের প্রান্তবিন্দু থাকে দুইটি।

A ——————— B

চিত্রে, AB একটি রেখাংশ।

৫। রেখা, রেখাংশ ও রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কি? ছবি এঁকে রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি দেখাও।

উ: রেখা, রেখাংশ ও রশ্মির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

রেখা	রেখাংশ	রশ্মি
১) দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই হচ্ছে রেখা।	১) দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই হচ্ছে রেখাংশ।	১) একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ও অন্য যে কোন একটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো রশ্মি।
২) রেখার কোন প্রান্তবিন্দু নেই।	২) রেখাংশের প্রান্তবিন্দু থাকে দুইটি।	২) রশ্মির প্রান্তবিন্দু থাকে একটি।
৩) " ⟷ " এই হচ্ছে রেখার প্রতীক।	৩) " ——— " এই হচ্ছে রেখাংশের প্রতীক।	৩) " ⟶ " এই হচ্ছে রশ্মির প্রতীক।
৪) রেখার ছবি A ⟷ B	৪) রেখাংশের ছবি A ——— B	৪) রশ্মির ছবি A ⟶ B

৬। সরল রেখা ও বক্ররেখার মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উ: সরলরেখা ও বক্ররেখার মধ্যে পার্থক্য নিম্নে লেখা হল:

সরলরেখা	বক্ররেখা
১) যে রেখা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে কোন দিক পরিবর্তন করে না তাকে সরলরেখা বলে।	১) যে রেখা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে দিক পরিবর্তন করে তাকে বক্ররেখা বলে।
২) সরলরেখা সোজাসুজি চলে।	২) বক্ররেখা সোজাসুজি চলে না।
৩) সরলরেখা A ⟷ B চিত্রে, AB একটি সরল রেখা	৩) বক্র রেখা C ∿∿∿ D চিত্রে CD একটি বক্ররেখা

NEW BLOWN

-An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ গণিত

শ্রেণিঃ চতুর্থ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (S.Q)

১। এক অযুত = কত?

উত্তরঃ ১০ হাজার

২। ১ মিলিয়ন = কত লক্ষ?

উত্তরঃ ১০ লক্ষ

৩। তেত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশকে অঙ্কে লিখ।

উত্তরঃ ৩৩,৩৩,৩৩৩

৪। বিয়োজন কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যা থেকে বিয়োগ করা হয় তাই বিয়োজন।

৫। বিয়োজ্য কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যাকে বিয়োগ করা হয়, তাই বিয়োজ্য।

৬। যোগের ক্ষেত্রে প্রথমে কোন অঙ্ক যোগ করবে?

উত্তর: একক

৭। ১০০০০ − ১ = কত?

উত্তর: ৯৯৯৯

৮। **তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার আগের সংখ্যাটি কত?**

উত্তর: (১০০ − ১) = ৯৯

৯। গুণ্য কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে গুণ্য বলে।

১০। গুণক কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক বলে।

১১। গুণফল কাকে বলে?

উত্তর: গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণফল বলে।

১২। গুণফলের সূত্র কী?

উত্তর: গুণফল = গুণ্য × গুণক

১৩। ১৮× ৬ = কত?

উত্তর: ১০৮

১৪। যোগের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?

উত্তর: গুণ

১৫। পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ৪ গুণ করলে গুণফল কত হবে?

উত্তর: ৪০,০০০

১৬। ভাজ্য কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয়, সেটি হলো ভাজ্য বলে।

১৭। ভাজক কাকে বলে?

উত্তর: যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, সেটি হলো ভাজক।

১৮। নিঃশেষে ভাগ কী?

উত্তর: গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

১৯। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভাগফল কোথায় থাকে?

উত্তর: ভাজ্যের উপরে।

২০। ৬৫০ ÷ ২৬ = ২৫; এখানে ভাজ্য কত?

উত্তর: ৬৫০

২১। ৩টি হাঁসের দাম ৬৩৬ টাকা হলে ১টি হাঁসের দাম কত?

উত্তর: ২১২ টাকা।

২২। ১৪ কেজি চালের দাম ৪৯০ টাকা হলে ১ কেজি চালের দাম কত?

উত্তর: ৩৫ টাকা

২৩। ৫০০ ÷ ২০ = কত?

উত্তর: ২৫

২৪। বিয়োজন নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

উত্তর: বিয়োজন = বিয়োগফল + বিয়োজ্য।

২৫। পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?

উত্তর: ১০০০০।

বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ চতুর্থ

অধ্যায়ঃ ৩ (আখলাক)

❖ **যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তরঃ**

১। **আখলাক কাকে বলে? মানুষ কেন চরিত্র সুন্দর করে? তুমি সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য কী কী করবে? চারটি বাক্যে লেখ।**
উত্তরঃ মানুষের স্বভাব ও চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। আখিরাতে সুখ-শান্তি পাওয়ার জন্য মানুষ চরিত্র সুন্দর করে। আমি সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য যা যা করব তা হলো–
১) আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।
২) নামায আদায় করব।
৩) ওয়াদা রক্ষা করব।
৪) আব্বা–আম্মার কথা মেনে চলব।
আমরা চরিত্র সুন্দর করব। তাহলে, আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাব।

২। **আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন কারা? তাঁদের সাথে দেখা হলে কী করব? শিক্ষক আমাদের কী কী শেখান?**
উত্তরঃ আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে শিক্ষক। তাঁদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব।
শিক্ষক আমাদের যা যা শেখান তা হলো-
১) শিক্ষক আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব-কায়দা শেখান।
২) তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান।
৩) তিনি অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে নিষেধ করেন।
৪) কীভাবে পড়তে ও লিখতে হয় তা শেখান।
৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তাঁর কাছে শিখি।
৬) দেশ ও দশের কথা শেখান।
তাই, শিক্ষকদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁদেরকে সম্মান করব।

৩। **প্রতিবেশী কাকে বলে? প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কী করব? আমরা প্রতিবেশীদের সাথে কেমন ব্যবহার করব তা লিখ।**
উত্তরঃ আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলে। প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা তাকে খাদ্য দেব।
প্রতিবেশীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করব তা হলো-
১) প্রতিবেশীর সাথে দেখা হলে আমরা ভালো ব্যবহার করব।
২) তাদের সাথে কুশল বিনিময় করব।
৩) অসুস্থ হলে তাদের সেবা করব এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।
৪) বিপদে তাদের সাহায্য করব।
৫) প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করব না; কষ্ট দেব না, হিংসা করব না।
৬) তাদের সাথে মিলেমিশে থাকব।
তাই বলা যায় যে, প্রতিবেশী আমাদের আপনজন। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন।

৪। **সত্যবাদী কাকে বলে? সত্য, মিথ্যা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন? সত্যবাদী সম্পর্কে মানুষের ধারণা কেমন?**
উত্তরঃ সত্য কথা বলা মহৎ গুণ। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক বলে।
সত্য মিথ্যা সম্পর্কে মহানবি (স) বলেন- "সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে।"
সত্যবাদী সম্পর্কে মানুষের যেমন ধারণা তা হলো-

সত্যবাদীর প্রতি মানুষ ভালো ধারণা করে। সকলে তাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। তার বিপদে সবাই এগিয়ে আসে, সাহায্য করে। সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হয়। সবাই তার জন্য সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সত্য কথা বললে মানুষ যেমন খুশি হন তেমনি আল্লাহও খুশি হন। পরকালে সে জান্নাত লাভ করবে।

৫। **অপচয় কাকে বলে? অপচয় সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেন? অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কী করব?**

উত্তরঃ অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে।

অপচয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা যা যা করব-

১) কোনো জিনিস নষ্ট করব না, অপব্যয় করব না।

২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাব না।

৩) বিনা প্রয়োজনে আলো জ্বালিয়ে রাখব না, ফ্যান চালাব না, পানির কল খুলে রাখব না।

৪) প্রয়োজন ছাড়া গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখব না।

তাই বলা যায় যে, অপচয় থেকে বিরত থাকলে খরচ কম হবে, অভাব দূর হবে। সুখ-শান্তি থাকবে। আল্লাহ খুশি হবেন।

৬। **পরনিন্দা কাকে বলে? পরনিন্দা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেন? আল্লাহ পরনিন্দা না করার জন্য কি বলেছেন?**

উত্তরঃ পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা, পরচর্চা করা, দুর্নাম করা। কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলাকে গিবত পরনিন্দা বলে।

পরনিন্দা সম্পর্কে মহানবি (স) বলেন, "পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

পরনিন্দা করা হারাম। মহান আল্লাহ পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।" আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের গোশত কখনো খেতে পারে না। এটা জঘন্যতম অপরাধ। এটা মহাপাপ।

তাই বলা যায় যে, পরনিন্দাকারীকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। যে পরনিন্দা করবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

শ্রেণীঃ চতুর্থ

মুক্তির ছড়া

মূলভাবঃ

ছড়াটিতে দেশের প্রতি মমতা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এক সময় পরাধীন ছিল। সে সময় এ দেশের মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রনা সহ্য করেছে। তারপর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি। আর এই স্বাধীনতার মহানায়ক ছিলেন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দেন হাজারো মুক্তি যোদ্ধা। তাই বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের ভালোবাসা ও গর্বের শেষ নেই।

১। প্রশ্নোত্তরঃ

ক) আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয় কেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলি।

খ) এদেশের নানারূপ কীভাবে দেখতে পাই?

উত্তরঃ বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রকৃতির নানা রঙে সাজানো এদেশ। আমরা দেখতে পাই সবুজ শস্যে ভরা আমাদের মাঠ, পাটের সোনালি আঁশ। নদীতে রূপালি ইলিশ, গাছে গাছে লাল, নীল, হলুদ বিভিন্ন রঙের ফুলের মেলা। আবার কখনো কখনো আমাদের প্রকৃতিতে পাই ফিরোজা রঙের আভা।

গ) নবীন যাত্রী কারা?

উত্তরঃ একটি দেশকে তরী হিসেবে বিবেচনা করলে শিশুদেরকে বলতে হবে নবীন যাত্রী। নবীন যাত্রী হল তারাই যারা নতুন যুগের শিশু। আজ যারা শিশু, কবি নবীন যাত্রী বলতে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

ঘ) এ দেশ মুক্তি পাগলদের, সেই মুক্তিপাগল কারা?

উত্তরঃ পরাধীন জীবন কারোরই কাম্য নয়। মুক্তিপাগল বলতে যাদের বুঝানো হয়েছে তারা হলেন এদেশের সংগ্রামী জনতা। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।